গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-২১.০০.০০০০.৩০৭.০১৪.০০১.২০১৭-০৮ তারিখ: ১৪-১১-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: "পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। আইএমই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত উক্ত প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন কপি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যাবস্থা ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৫ (পাঁচ) পাতা।

১৪-১১-২০১৭

মো: মশিউর রহমান খান মিথুন
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০১৭১৭২৫৮৯৯৬

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৩। প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ",পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
২। মহাপরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৩। পরিচালক, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মো: মশিউর রহমান খান মিথুন

পরিদর্শন তারিখ: ২৭-০৯-২০১৭

১। **প্রকল্পের নাম:** পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

২। **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩। **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):**

মোট	টাকা(জিওবি)	প্রকল্প সাহায্য
২৪৯৮.০০	২৪৯৮.০০	-

৪। **প্রকল্পের অর্থায়ন (ঋণ/অনুদান/ইকুইটি):** বাংলাদেশ সরকারের অনুদান

৫। **বাস্তবায়নকাল:**

আরাম্ভ	সমাপ্তি
জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮

৬। **প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা এবং মানিকছড়ি

৭। **প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান:** অনুমোদিত ডিপিপি'তে খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলার জন্য ১৪৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা এবং মানিকছড়ি উপজেলার জন্য ৯৯৮.০৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৮.১ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:** দিঘীনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নর ১৩টি গ্রাম এবং মানিকছড়ি উপজেলার তিনটহরী ইউনিয়নের ৩টি গ্রাম দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। এই ১৬ গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৫,০০০ জন। গ্রাম হতে ইউনিয়ন এবং উপজেলা সদরে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম পায়ে হাঁটার পথ। বর্ষা মৌসুমে এই মাটির রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যায়। কোন কোন স্থানে ভূমি ধ্বসের ফলে রাস্তা চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে এসব গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাতায়াত করতে পারেনা। কৃষক উৎপাদিত পণ্য নিকটস্থ বাজারে পরিবহণ করতে পারেনা । উপজেলা সদরের সাথে গ্রামগুলো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এসব বিষয়াদি বিবেচনায় এনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য (বাস্তবায়ন)-এর নেতৃত্বে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠন করা হয়। সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উক্ত জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পর্ণ জিওবি অর্থায়নে ২৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ **উদ্দেশ্য:**

- প্রত্যন্ত এলাকার ১৬ টি গ্রামের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন;
- সামাজিক সেবা সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে সহজে যোগাযোগ স্থাপন(স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাজার ইত্যাদি);

- প্রত্যন্ত এলাকার গরিব জনগণের জন্য কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;
- স্থানীয় কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করা;
- পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮.৩ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:** (ক) মাটির কাজ (খ) এইচ বি বি রাস্তা (গ) ব্রীজ/কালভার্ট (ঘ) আরসিসি টো-ওয়াল (ঙ) ব্রীক টো-ওয়াল (চ) ড্রেইন (ছ) আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল

৮.৪ **প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়:** আলোচ্য প্রকল্পটি ২৪৯৮.০০ লক্ষ টাকায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে জুলাই,২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৫ **প্রকল্পটির সামগ্রীক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/কার্য/সেবা) এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** প্রকল্পটির আওতায় ৭টি প্যাকেজে 'কার্য' ক্রয় বাবদ ২৪৪৭.০০ লক্ষ টাকার মোট সংস্থান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৯। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত অঙ্গের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেপ্টেম্বর'১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) রাজস্ব খাতঃ								
	সরবরাহ ও সেবাঃ								
১।	ডাক/কুরিয়ার	০.৫০	থোক	০.২০	৪০%	০.১০	-	-	-
২।	টেলিফোন/মোবাইল/ইন্টারনেট	০.৫০	থোক	০.৩০	৬০%	০.২০	৪০%	-	-
৩।	ছাপা ও প্রকাশনা	২.০০	থোক	১.৮০	৯০%	২.০০	১০%	-	-
৪।	ষ্টেশনারী	৩.০০	থোক	২.৫০	৮৩%	০.৫০	১৭%	-	-
৫।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২.০০	থোক	-	-	১.০০	১০০%	-	-
৬।	আপ্যায়ন	২.০০	থোক	১.৫০	৫০%	১.৫০	৫০%	-	-
৭।	সম্মানী	৩.৮০	থোক	০.৩০	৭.৮৯%	১.২০	৯২.১১%	-	-
৮।	অন্যান্য ব্যয়	০.৪০	থোক	০.৪০	৮২%	০.৫০	৮%	-	-
	উপ-মোট রাজস্বঃ	**১৪.২৯**		**৭.০০**		**৭.০০**		**-**	**-**
	(খ) মুলধন খাতঃ								
৯।	**নির্মাণ ও পূর্তঃ**								
	(১) মাটির কাজ	৩১৫.৪২	১৮৫১০৫.৩০ ঘঃ মিঃ	২০০.০০	৬৩.৪০%	১১৫.৭১	৩৬.৬০%	-	৯.১৫%
	(২) এইচবিবি রাস্তা	৮৭০.৭৮	২৩.০০কিঃমিঃ	১০০.০০	১১.৪৮%	৭৭০.৭৮	৮৮.৫২%	-	২২.১৩%
	(৩) ব্রীজ/কালভার্ট	৫৯২.২৩	২১৬.৬০ মিঃ	-	-	৫৯২.২৩	১০০%	-	২৫%
	(৪) আরসিসি টো-ওয়াল	৬৪.২৩	১২২.০০ মিঃ	২০.০০	৩১.১৪%	৪৪.২৩	৬৮.৮৬%	-	১৭.২১%
	(৫) ব্রীক টো-ওয়াল	৩৪৬.০৮	২২৬৬.০০ মিঃ	১৭৩.০০	৪৯.৯৮%	১৭৩.০৮	৫০.০২%	-	১২.৫০%
	(৬) ড্রেইন	১৭২.২৪	৬৩৭৮.৮১ মিঃ	-	-	১৭২.৪৪	১০০%	-	২৫%
	(৭) আসিসি রিটেইনিং ওয়াল	৮৬.০২	১৪২.০০ মিঃ	-	-	৮৬.০২	১০০%	-	২৫%
	উপ-মোট মুলধনঃ	**২৪৪৭.০০**		**৪৯৩.০০**		**১৯৫৪.২৯**			
১০।	(গ) প্রাইস কনটিনজেন্সী	২৪.৪৭		-		২৪.৪৭			
১১।	(ঘ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সীউ	১২.২৪		-		১২.২৪			
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	**২৪৯৮.০০**	**১০০%**	**৫০০.০০ (২০ %)**	**২২.২৯%**	**১৯৯৮.০০**			**১৯.৪২%**

১০। **অর্থবছর অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:** ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি সংক্রান্ত চিত্র নিম্ন সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	আর্থিক সন	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'তে আর্থিক সংস্থান	এডিপি/আরডিপিপি'র বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমান	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থ সমর্পন সংক্রান্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	২০১৬-২০১৭	১২৮০.২৫	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	-
২।	২০১৭-২০১৮	১২১৭.৭৫	১৯৯৮.০০	৪৯৯.৫০	-	-
	মোট	**২৪৯৮.০০**	**২৪৯৮.০০**	**৯৯৯.৫০**	**৫০০.০০**	

১১। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৭ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫০০.০০ লক্ষ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ২০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.২৯%। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি বিবেচনায় অসমাপ্ত/অবশিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথা সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চলতি প্রকল্প তালিকায় ১২৮০.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ৫০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চলতি প্রকল্প তালিকায় ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অদ্যাবধি ৪৯৯.৫০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

১২। **পরিদর্শন বর্ণনা:** গত ২৭/০৯/২০১৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে খাগড়াছড়ি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির কার্যক্রম খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা ও মানিকছড়ি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে দিঘীনালা উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পটির ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১২.১ **স্কিমের নাম:** দীঘিনালা উপজেলাধীন হাচিনসনপুর হতে তারাবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সুজন চাকমার দোকান ও ধন্যমাছড়া হয়ে ক্ষেত্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার মাটিকাটা,ব্রীজ/কালভার্ট, প্রতিরোধক কাজ সহ ৭.০০ কিঃমিঃ রাস্তা ব্রীকপেভমেন্টকরণ।

১২.২ **অনুমোদিত কাজের পরিমান ও আর্থিক সংস্থান:** প্রকল্পের আওতায় দিঘীনালা উপজেলার জন্য ১৪৯৯.৯৫ লক্ষ টাকায় ২টি সড়ক (১৫ কি:মি:) নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। বর্ণিত পরিদর্শিত সড়কটির দৈর্ঘ্য ৭ কিঃমিঃ। আর্থিক সংস্থান ৮১৭.৭৩ লক্ষ টাকা।

১২.৩ **ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া:** নির্মাণ কাজটির অবস্থান খাগড়াছড়ি জেলা সদরে হতে প্রায় ৩৫.০০ কিঃ মিঃ দূরে দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। ডিপিপি অনুমোদিত ও প্রকৃত বাস্তবায়নে (চুক্তি অনুযায়ী) কাজের পরিমান ৭ কিঃমিঃ এইচবিবি সড়ক,ব্রীজ/কালভার্ট, আরসিসি টো-ওয়াল,ব্রীক টো-ওয়াল,আসিসি রিটেইনিং ওয়াল ও ড্রেইন। অবকাঠামো সমূহের ডিজাইন এলজিইডি'র Road Design Standard অনুসারনে হালনাগাদ রেট সিডিউল অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়। দরপত্র সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনান্তে জানা যায় যে, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬ ইং তারিখে, দৈনিক সবুজদেশ পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬ ইং তারিখে, দি ক্যাপিটেল নিউজ পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬ ইং তারিখে, দৈনিক অরণ্যবার্তা পত্রিকায় ১১/০৯/২০১৬ ইং তারিখে এবং দি ডেইলি ষ্টার পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬ ইং তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিক্রিত সিডিউলের সংখ্যা ৫টি। প্রাপ্ত ৩টি দরপত্রের মধ্যে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৩ টি। রেসপনসিভ দরপত্র সমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন টেন্ডারার মেসার্স সেলিম এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রে নির্মাণ কাজটির অবস্থান খাগড়াছড়ি জেলা সদরে হতে প্রায় ৩৫.০০ কিঃ মিঃ দূরে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। নির্মাণস্থলে দক্ষ শ্রমিকের দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য দরপত্রের প্রদত্ত মূল্যের চেয়ে অত্যধিক বেশী। তদুপরি নির্মাণ সামগ্রী নির্মাণস্থলে হেডলোড এর মাধ্যমে পরিবহন করতে হবে। কাজটি বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরী বিবেচনায় সর্বনিম্ন ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত উদ্ধৃত দর "১.৪৪০% (প্রায়) উর্দ্ধদর", টাকা ৮,২৯,৫১,৮২৫.৫৯ (আট কোটি উনত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার আটশত পঁচিশ টাকা উনষাট পয়সা) মাত্র দরপত্রটি গ্রহনের সুপারিশ করা হয়।

১২.৪ **বাস্তব কাজ অবলোকন:** সড়কটি এইচবিবি সড়ক হিসাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত এলাকার পাহাড়ী রাস্তার উচু-নীচু ঢাল এবং নানা

ধরনের বাঁকের ফলে অল্প পরিমান জায়গার অনেক ঘুরে যেতে হয়।সড়কটির নির্মাণের শুরুতে ১ কি:মি: উন্নয়নের পর একটি উপ-খাল রয়েছে যার উপর ১৫ মিটার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। উক্ত খালের দুইপাশের ৬০০ মিটার সড়ক উন্নয়ন সহ ব্রীজের কাজ করা হয়নি। ব্রীজের কাজ অবশিষ্ট রেখে তারপর হতে আনুমানিক ২ কি:মি: এইচবিবি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটির অবশিষ্ট উন্নয়ন কাজ চলমান। সড়কটি তারাবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সুজন চাকমার দোকান ও ধন্যমাছড়া হয়ে ক্ষেত্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত নির্মণের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্পস্থান পাহাড়ের উচু-নীচু ঢাল এবং নানা ধরনের বাকেঁর ফলে সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ১/১.৫ কি:মি: বৃদ্ধি পাবে এবং বাস্তবতার নিরিখে সড়ক উন্নয়ন ব্যয় বহগুন বৃদ্ধি পাওযার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়। পরিদর্শনের সময় সড়কটির উন্নয়ন কাজ চলমান দেখা যায়নি।

পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

চিত্র-১: হাচিনসনপুর সংযোগ সড়ক শুরুর স্থান

চিত্র-২: রাংগাপানি ছড়ার উপ-খালের পাশে সড়ক নির্মাণ কাজ

চিত্র-৩: দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় সড়ক নির্মাণের একাংশ

চিত্র-৪: ধন্যমাছড়া পাহাড়ী ঢালের উপর নির্মীত রাস্তা

১৩.০ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সমস্যা:

১৩.১ **সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ:** প্রকল্পটি গ্রহনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন জন সদস্য দ্বারা এ সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদনটিতে সার্বিক দিক বিবেচনা না করে সুপারিশ দুর্বলভাবে প্রণয়ন করা হয়। দক্ষ শ্রমিকের অভাব থাকায় অধিক মজুরি দিয়ে তা সংগ্রহ করা ও মাটির কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সহ সড়কের দৈর্ঘ্য এবং নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে পরিদর্শনের সময় দেখা যায় নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে;

১৩.২ **ত্রুটিপূর্ণ ড্রয়িং, ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন:** ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়। ফলে ড্রয়িং ও ডিজাইনের

প্রেক্ষিতে অনুমোদিত ব্যয় যে প্রাক্কলন করা হয়েছে তা সবই ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়;

১৩.৩ **পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ:** প্রকল্পটি ৩টি অর্থবছরে বাস্তবায়নরে জন্য ৪৮৭১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। ২টি অর্থবছরে ডিপিপি'র সংস্থান রাখা হয় ৩১২৭.৭৩ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ২২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় (২৯.৬৬% কম)। ফলে অনুমোদিত নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এছাড়া ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৭ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫০০.০০ লক্ষ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ২০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.২৯%। অবশিষ্ট ৭ মাস সময়ে ৭৭.২৯% বাস্তবকাজ সম্পন্ন করা এবং ৮০% অর্থের যোগান দেয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে;

১৩.৪ **সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করা:** দীঘিনালা উপজেলাধীন স্কিমটির দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়নি; এবং

১৩.৫ **মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ না করাঃ** বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য আইএমইডি'র ছক-০৫ ও ছক-০৩ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডি'তে নিয়মিত ভাবে প্রেরণ করা হয় না । ফলে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদ, একনেকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফতরের চাহিদামত তথ্য সরবরাহে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

১৪। সুপারিশ:

১৪.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মানসম্মত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন, সড়কের প্রকৃত দৈর্ঘ্য নিরুপণ, বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় প্রাক্কলন নিশ্চিতকরনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা সাপেক্ষে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে যাতে উদ্ভূত সমস্যার সৃষ্টি না হয় (অনুচ্ছেদ-১৩.১ ও ১৩.২);

১৪.২ সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশিষ্ট অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতসহ কাজের তালিকা(Work/Activity list) প্রণয়ন করতে হবে এবং সে মোতাবেক Work Breakdown Structure (WBS) করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক (CPM)Critical Path Method অনুসরণ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

(অনুচ্ছেদ-১৩.৩);

১৪.৩ ভবিষ্যতে ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যদি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ বিষটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তা নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৩.৪);

১৪.৪ প্রকল্পটি অগ্রগতি সংক্রান্ত আইএমইডি-০৫ এবং ০৩ ফরমেট অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৩.৫);

১৪.৫ প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ Exit Plan প্রণয়নে এখন হতে সচেষ্ট হতে হবে এবং Exit Plan এর কপি আইএমইডিকে সরবরাহ করতে হবে; এবং

১৪.৬ সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

১৪-১১-২০১৭

(মো: মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক